

গরুর ক্ষুরা রোগ ব্যবস্থাপনা

গরুর ক্ষুরা রোগ
ব্যবস্থাপনা

রোগের নাম

গরুর ক্ষুরা রোগ (Foot & Mouth Disease) $GK\mu U\ f\upsilon B\ i\ \upsilon m\ R\ \mu b\ Z$ ছোঁয়াচে রোগ/
কোন কোন এলাকায় এ রোগকে খুরাচল ও বাটনা নামে চেনে।

রোগের লক্ষণ

- মুখে, জিহ্বায় $g\ \mu$ / $J\ \mu\ \eta\ \eta\ \eta\ \eta$
- মুখ দিয়ে প্রচুর পরিমাণ দীর্ঘ, দাড়ির মতো ঝুলানো লালা পড়ে।
- $R\ \mu\ \eta\ \eta$, শরীরের তাপমাত্রা 100°F - 106°F ফারেনহাইট পর্যন্ত উঠে।
- মুখে, জিহ্বায় ঘা হওয়ায় পশু কিছু খেতে পারে না।
- দুধাল গাভীর দুধ কমে যায়।
- পায়ের ক্ষুরায় ঘা হওয়ায় হাটতে পারে না।
- মুখ ও জিহ্বায় ক্ষত ফেটে মুখ থেকে সাবানের ফেনার মত লালা বের হয়।
- এ রোগে আক্রান্ত বাছুরের মৃত্যুর হার বেশি।



গরুর $g\ \mu$ / জিহ্বায়
 $\eta\ \eta$

রোগ ব্যবস্থাপনা

- প্রতিষেধক টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে।
- রক্ত পশুর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি জীবানুনাশক (ভাইরোমবিস) দিয়ে পরিস্কার করতে হবে।
- ক্ষুরা রোগে মৃত পশুকে ৬ ফুট মাটির নীচে পুতে ফেলতে হবে।
- মুখ ও পায়ের ঘায়ের জন্য হালকা গরম পানিতে ফিটকারী গুড়া করে ১গ্রাম/১লিটার পানিতে বা পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট ১গ্রাম/১০ লিটার পানিতে এর যে কোন একটি দ্বারা ক্ষতস্থান দিনে ২-৩বার পরিস্কার করতে হবে।
- মুখের ক্ষেত্রে ভাজা সোহাগ গুড়া করে গুরুর সঙ্গে এবং পায়ের গায়ের ক্ষেত্রে পরিস্কার ন্যাকড়া দিয়ে মুখে ৫০ মি.লি. তারপিন তেল এর সাথে সমপরিমাণ নারিকেল তেল মিশিয়ে তার সঙ্গে ৫ গ্রাম ভাজা সোহাগার গুড়া মিশিয়ে দিনে ৪-৫ বার ব্যবহার করতে হবে।
- দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য উচ্চ ক্ষমতা বোলাস/ $W\ \eta\ \mu\ \mu\ U\ g$ বোলাস/ এসিজেন্ট ১০ ইনজেকশন, ডাইফেন ইনজেকশন এবং হিসটা-ভেট ইনজেকশন ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।



গরুর $J\ \mu\ \eta\ \eta$

আরো বিস্তারিত জানতে কল কর নং 01746774281 নম্বরে
ভিজিট কর নং www.ekrishok.com ওয়েবসাইটে।

এস এম এস এর মাধ্যমে কৃষি সমস্যার সমাধান পেতে Sub
লিখে এসএমএস কর নং ১৬২৫০ নম্বরে
ভিজিট কর নং www.ekrishok.com ওয়েবসাইটে।

